এইচ • এন • সি • প্রোডাকসন্স
নিবেদিত
পৃথিবী আমারে চায়
পরিবেশনা
চিত্র পরিবেশক প্রাঃ লিঃ
Released 3-5-1957

• এইচ.এন.সি. প্রোডাকসন্সের নিবেদন •

পৃথিবী আমারে চায়

চিত্রগঠনে

প্রযোজনা • হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কর্ম্মপরিচালনা • সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রশিল্পী • বিশু চক্রবর্ত্তী
সম্পাদনা • বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা • নীরেন লাহিড়ী
কাহিনী ও চিত্রনাট্য • বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
সঙ্গীত পরিচালনা • নচিকেতা ঘোষ
শিল্পনির্দ্দেশনা • কার্ত্তিক বসু

শব্দযন্ত্রী • নৃপেন পাল

সহকারীতায়

পরিচালনা • সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
রাসবিহারী সিংহ
চিত্রশিল্পে • কে. এ. রেজা
নির্ম্মল গুপ্ত
সম্পাদনা • নিরঞ্জন বসু
সঙ্গীত • রবীন বড়াল
জয়ন্ত শেঠ
রূপসজ্জা • গোষ্ঠ দাস

শব্দধারণে • শশাঙ্ক বসু . বলরাম
ব্যবস্থাপনা • সুখেন চক্রবর্ত্তী
সুবল শীল
পটশিল্পে • রামচন্দ্র সিন্ধে
স্থিরচিত্র • সাংগ্রিলা
শিল্প নির্দ্দেশনা • অনিল পাইন
যন্ত্র সঙ্গীত • ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
প্রচার সজ্জা • কলাবিদ

চরিত্র চিত্রনে

সন্ধ্যারানী • অসিতবরন • ছবি বিশ্বাস • পাহাড়ী সান্যাল চন্দ্রাবতী
রেনুকা রায় • অপর্ণা দেবী • অনুপ কুমার • শুক্লা দাস • তুলসী চক্রবর্ত্তী
সন্তোষ সিংহ • গঙ্গাপদ বসু • শ্যাম লাহা • ধীরাজ দাস • অজিত
প্রকাশ • বাণী গাঙ্গুলী • শিশির মিত্র • শম্ভু • নৃপতি • প্রীতি • নিতাই
সুশীল • প্রতুল • জয়শ্রী • রামকৃষ্ণ • শ্যামল ও বুলারানী এবং

উত্তমকুমার ও মালা সিংহ

কণ্ঠসঙ্গীত

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় • আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় • গীতা রায় ও
শ্যামল মিত্র

পরিবেশনা

চিত্র পরিবেশক প্রাইভেট লিঃ • ইষ্টার্ণ পিকচার্স (কলিকাতার জন্য)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ডাঃ রাধাবিনোদ পাল জি. সি. লাহা প্রাইভেট লিঃ
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ লিমিটেড • এ পরিস্ফুটিত
রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত

কাহিনী

বড় ঘরের ছেলে তাপস। ভদ্র, শিক্ষিত, সুদর্শন। বিমাতার একটা মিথ্যে অভিযোগ শুনে বাপ দিলেন তাকে তাড়িয়ে। হাসিমুখে দারিদ্র্যবরণ ক'রে পথে নামলো তাপস।

লালুও বড় লোকের ছেলে। পাড়ার বদমাইসেরা তাকে যমের মতো ভয় করে। সেদিন রাত্রে বিনা অপরাধে পুলিশের তাড়া খেয়ে পথের পাশে লীলাদেবীর ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলো। লীলা লালুর মুখের দিকে চেয়ে কী দেখলো কে জানে; বিনা দ্বিধায় আশ্রয় দিয়ে সংকট মুহূর্ত্ত পার ক'রে দিলো। লালু এই উপকারের প্রতিদানে লীলাকে তার নিজের একটি ফ্ল্যাট ওই আঠারো টাকাতেই ভাড়া দিয়ে বসলো। লীলার সংগে লালুর এই ভাবে বন্ধুত্ব হ'ল।

মিসেস মজুমদারের মেয়ে মীনা-টিউশানি ক'রে তার মা, মাসীমা ও এক উৎকট চরিত্রের মামার ভরণপোষণ চালায়। হঠাৎ কী এক অজ্ঞাত কারণে মিসেস মজুমদার ক্ষেপে গিয়ে টিউশানির প্রত্যেকটি জায়গায় মেয়ের চরিত্রের দুর্নাম দিয়ে তার উপার্জ্জনের পথ বন্ধ ক'রে দিলেন। শুধু তাই নয়—তার টাকাকড়িও কেড়ে নিলেন। নিরুপায় হ'য়ে মীনা মায়ের সংগে ঝগড়া ক'রে তার সুটকেশটি নিয়ে পথে নেমে পড়লো।.....কিন্তু সহায়হীন, সম্বলহীন যুবতী মেয়ের বিপদ তো পথের প্রতিটি বাঁকে। অবশেষে আত্মহত্যার সংকল্প নিয়ে মীনা রাত্রের অন্ধকারে গংগার ধারে এক জেটির ওপর গিয়ে বসলো.....

এদিকে দিনের পর দিন দুর্ভাগ্যের সংগে যুদ্ধ ক'রে পথক্লান্ত, উপবাসক্লিষ্ট ও জীবনে হতশ্রদ্ধ তাপসও তখন এই জেটিতে এসেছে—মৃত্যু ছাড়া আর পথ নেই বলে। দুজনে দেখলো দুজনকে। এগিয়ে গিয়ে দুজনে প্রশ্ন করলো দুজনকে। দুজনেই ভাগ্য বিড়ম্বিত, পিতৃমাতৃ পরিত্যক্ত। জীবন প্রারম্ভে এই তরুণ তরুণীর মৃত্যু বোধ করি বিধাতার অভিপ্রেত ছিল না;—তাই মরতে এসে দুজনেরই বাঁচার ইচ্ছা প্রবল হ'য়ে উঠলো। দুজনে ঠিক করলো,—সহরতলীর একটা ভাঙা ভূতের বাড়ীতে আপাততঃ (যেটা তাপস আগের দিন দেখে এসেছে)

দুজনে গিয়ে উঠবে। সর্ত্ত হ'ল তাদের পরিচয় যাই হোক না কেন, ভেতরে তারা দুজনে বন্ধু। যে বন্ধুত্বের মধ্যে কোন গোপন সম্পর্ক থাকবে না।......

লীলার জীবনেও একটা গভীর বেদনা ছিল। তা' হচ্ছে সে না খেয়ে, একবেলা খেয়ে—মেয়েদের সেলাই শিখিয়ে, গান শিখিয়ে—নিজের ঘরভাড়া ইত্যাদি রেখে মাসে দেড়শো টাকা ক'রে তার অবুঝ বাপকে পাঠাতে হতো। মাসের প্রথমে এই টাকা পাঠাতে দেরী হ'লে তিনি মেস্বের বাড়ীতে এসে তাকে অকথ্য গালাগাল ও নির্য্যাতন করতেন। লালু এই ব্যাপারটা জেনে ফেলে—লীলার পিতার কাছে গেল এককালীন তাঁকে একটা মোটা টাকা দিয়ে তাঁর এই অত্যাচার বন্ধ করতে। কিন্তু সেখান থেকে লালু ফিরে এল এক নতুন মানুষ হ'য়ে। কিন্তু কেন? কী সে রহস্য, যা' লালুর মতো গোঁয়ার-গোবিন্দ কাঠ-খোট্টা মানুষকেও বদলে দিলো?

পোড়োবাড়ীতে থাকতে থাকতে দুটি বিজ্ঞাপন দেখে তাপস ও মীনা গেল চাকরীর উমেদার হ'য়ে। এক কথায় চাকরী হ'ল। তাপস হ'ল রাজাবাহাদুরের পার্সোনাল সেক্রেটারী আর মীনা হ'ল রানীমার মর্ম্মসহচরী। দেখা গেল তাপস ও মীনা কেউ কাউকে চেনে না, কিন্তু গভীর রাত্রে দুজনে বাগানে দেখা করে...... অকস্মাৎ দুজনকে ঘিরে ঘনিয়ে উঠলো এক আশ্চর্য্য ঘটনার ঘূর্ণাবর্ত্ত......

অর্থাৎ কিছুদিন এই ভাবে চলবার পর ব্যাপারটা চোখে পড়লো রাজার মোসাহেব বনবিহারীর। সে অন্ধকারে মীনাকে রানী বলে ভুল করে রাজার কাছে বললো। শুধু তাই নয়, একদিন রাত্রে নিয়ে গিয়ে দূর থেকে দেখিয়েও দিলো।

পরের দিন তাপসকে ডেকে রাজা যথেষ্ট অপমান করাতে তাপস চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। পরে রাজা নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং বনবিহারীকে তাপসকে খুঁজে বার করবার ভার দেন।

লালু খবর পেল যে মীনা মিসেস্ মজুমদারের মেয়ে নয়। আরো একটা ঘটনা ঘটলো। লীলার বাবাকে টাকা দিতে গিয়ে লালু জানতে পারলো যে লীলা তার স্ত্রী। বিবাহ-বাসরে পুলিশের তাড়া খেয়ে সে পালিয়ে যায়।

বনবিহারী যখন তাপসের দেখা পেলো, তখন সে পথে-পথে "নীলামবালা-ছ-আনার ব্যবসা করছে। খবর পেয়ে মীনা ও রানী এলো পোড়োবাড়ীতে।

হৈ হৈ আনন্দ উৎসবের মাঝে তাপস-মীনার বিয়ে হয়ে গেল।

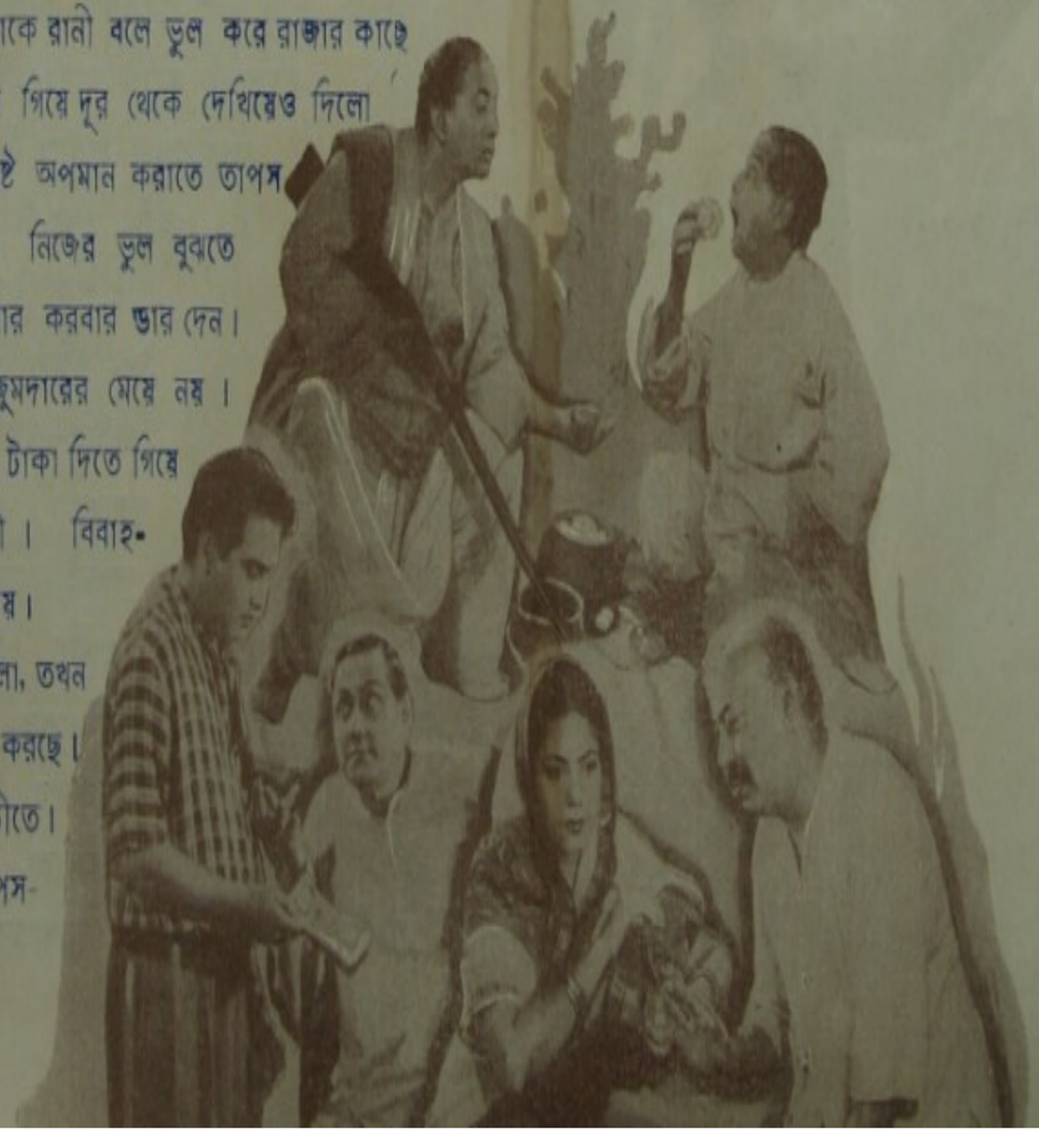

গান

(১)

দূরের মানুষ কাছে এস শুনবে যদি আমার গান
শোনাব এক নতুন কথা এই দুনিয়ায় সব সমান।
বিচার চেয়ে আকাশ পানে ডাকব না আর ভগবানে
সেই গল্প কথার কল্পলোকে থাকুন ক'টি ভাগ্যবান।
আমরা সবাই মন্দভাগা ছন্নছাড়া সব সমান—
শোনাব এক নতুন গান।
পায়ে চলার পথে পথে চলছে যারা, ঝরছে ঘাম,
তারাই আমার মনের মিতা, নাইবা জানি তাদের নাম
—মানুষ নামই তাদের নাম।
সবাইকে আজ বলবো ডেকে
আমার সাথে চলবে কে কে?
হাত মিলিয়ে বলতে হবে
চাই না কোন দয়ার দান—
এই পৃথিবীর পথচারী-পথ-ভোলারা সব সমান।
ছন্ন-ছাড়া সব সমান
এই দুনিয়ায় সব সমান।
দূরের মানুষ কাছে এস শুনবে যদি আমার গান—
শোনাব এক নতুন কথা
এই দুনিয়ায় সব সমান।

—বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

(২)

ঘরের বাঁধন ছেঁড়েই যদি
ঘনায় যদি রাত
মরণ জয়ী জীবন এসে
বাড়িয়ে দেবে হাত।
হাজার পতন অভ্যুদয়ে
বিঘ্নচলে দিগ্বিজয়ে
জয় কিরে মন ঘূর্ণী-বাতাস
ঘোচায় অবসাদ
ঊর্মী-মুখর জীবন-সাগর শোনায় শঙ্খনাদ
মরণ-জয়ী জীবন এসে বাড়িয়ে দেবে হাত।
চাল উড়েছে পথ ওড়েনি
দমকা ঝড়ের বেগে—
এগিয়ে চলার শোনরে আওয়াজ
কাল বোশেখের মেঘে।
ঘূর্ণী-ধুলোয় চাঁদ ঢেকে যায়
ফুলের মধু গন্ধ হারায়
স্বপ্ন-রঙীন প্রগল্ভতার শোনরে আর্ত্তনাদ
এগিয়ে চলার দিন এসেছে তাই এত সংঘাত।
ভাঙন দেখে ভয় কিরে তোর প্রলয়-তিমির রাতে
মানুষ এবার নতুন জগত গড়বে আপন হাতে।
ফুল ফুটাবে শুকনো ডালে
প্রেমিক মনের শ্যাম-তমালে
আকুল করা বিধু-রাধা করবে আশীর্ব্বাদ
প্রলয় রাতে সকল ভয়ের ঘুচবে অপবাদ।

—বিমল ঘোষ

(৩)

কেউ নয় সাহেব বিবি—
নয় কেউ গোলাম ভাই !
সবই যে তাসেরই খেল্
এই আছে আর এই ত' নাই।
(কেন) ওরা পাবে সেলাম শুধু
তুমি আমি দয়াই পাই,
(বল) বক্‌শিস্ চাইনা মালিক
হিসাবের পাওনা চাই ॥
ডর কেন তুফান দেখে—
আসমান হবেই রে নীল,
বাঁকা-চোরা পথে কেন
চোট্ খেয়ে হারাস রে দিল্ !
আঁখি-দীপে দে'না জ্বেলে,
হিম্মতেরই রোসনাই !
(বল) বকশিস চাই না মালিক
হিসাবের পাওনা চাই ॥
আছেরে সুরজ আছে
কালো ঐ মেঘের ফাঁকে—
মিলবে মানিকরে তোর
সমুখের পথের বাঁকে—
দুনিয়ার সবার মত
তোমার-আমার আছেরে ঠাঁই।
(বল) বকশিস্ চাই না মালিক
হিসাবের পাওনা চাই ॥

—গৌরি প্রসন্ন

(৪)

নিশি-রাত, বাঁকা চাঁদ আকাশে,
চুপি চুপি বাঁশী বাজে বাতাসে।
এ জীবনে যতটুকু চেয়েছি,
মন বলে, তা'রো বেশী পেয়েছি ॥
ভাঙ্গা ঘরে দু'দিনের খেলাঘর—
হোক্ ভাঙ্গা, তবু এল জোছনা !
ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল বালুচর,
স্বপ্ন-বাসর করি রচনা।
এ জীবনে যতটুকু চেয়েছি,
মন বলে, তারো বেশী পেয়েছি ॥

জীবনের পথে পথে চলিতে
সব আশা গিয়েছিল ফুরায়ে,
গজমোতি হার যেন ধূলিতে
ভিখারিণী পেল আজ কুড়ায়ে।
এ জীবনে যতটুকু চেয়েছি,
মন বলে, তারো বেশী পেয়েছি ॥

—প্রণব রায়

(৫)

তুমি বিনা এ ফাগুন বিফলে যায়--
সাথী বিফলে যায় !
আছে ফুল আছে গান, আছে মধুরাতি—
নিশহারা রাতে নেই নিশি-জাগা সাথী ।
আছে মধুরাতি, বৃথা মধুরাতি—
গোলাপ ডাকিয়া ফিরে, বলে—মলয়া
তুমি বিনা ফাগুন বিফলে যায় !
তুমি বিনা এ ফাগুন বিফলে যায় !
প্রাণের বাঁশীতে বাজে বসন্ত বাহার—
তুমি ছাড়া এ জীবনে কি আছে চাওয়ার,
বলো কি আছে চাওয়ার !
হৃদয় সুধায় ভরা, তবু তৃশা জাগে—
একা থাকা কারে বলে, বুঝিনিতো আগে,
মনে মনে এক তবু, একা দুজনায়—
তুমি বিনা এ ফাগুন বিফলে যায় !
বিফলে যায় সাথী, বিফলে যায়—
তুমি বিনা এ ফাগুন বিফলে যায় !

—প্রণব রায়

(৬)

নীলামবালা ছ' আনা
লেলো বাবু ছ' আনা—
যা নেবে তাই ছ' আনা—
চুনো বাছো ছ' আনা—
নীলামবালা—
এইতো আছে রঙ্গীন ফিতে
খোঁপার কাঁটা কানের দুল—
প্রিয়ার চোখে দুঃখ কেন
রুক্ষ কেন মাথার চুল !
এইতো আছে স্নো-পাউডার
কস্‌মেটিক্ আর লিপ্‌স্টিক্ —
আলতা-সিঁদুর-আয়না-সাবান
মা-বোনেদের নজারানা—
নীলামবালা—
গোমড়া মুখে ছোট্ট খুকি
ফেলছো কেন চোখের জল—
আমি তোমায় দিতে পারি
ঝুমঝুমি আর খেলার বল—
হাতি-ঘোঁড়া-বাঘ-ভালুক
ময়না টিয়া-পাখীর দল
খেলা ঘরের ডলি-পুতুল—
পাওনা বিয়ে, নেই মানা—
নীলামবালা—
ঘর সাজাবার স্বপ্ন দেখ
কোথায় আমার গরীব ভাই—
হাতা-বেড়ী-খুন্তি-কড়াই—
থালা-বাসন আর কী চাই !
কাপ-ডিস্ আর চা'-ছাকনি
ঘটি-বাটি-গেলাস নাও—
ছ' আনাতে দুনিয়া বেচি—
আমার দামই অজানা—
নীলামবালা—

—বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

এইচ·এন·সি· প্রোডাকসন্স-এর

আগামী নিবেদন

'বন্দেমাতরম্'-মন্ত্রের উদ্গাতা
সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের
জীবনী - চিত্র

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

রচনা • গোপালচন্দ্র রায়

চিত্রনাট্য
বিধায়ক ভট্টাচার্য

HNC
PRODUCTIONS

অচিন্তকুমার সেন গুপ্তের
কাহিনী অবলম্বনে-

ইন্দ্রাণী

শ্রেষ্ঠাংশে - উত্তমকুমার • মালা সিন্‌হা

চিত্রনাট্য
বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

॥ চিত্র-পরিবেশক প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে সুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ॥
॥ ১৫৭-এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট :: কলিকাতা - ১৩ :: ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কর্ত্তৃক মুদ্রাঙ্কিত ॥